তারিখ .... পৃষ্ঠা .... কলাম ....

দৈনিক ইত্তেফাক [redacted]

জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ভর্তি কোটা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ডঃ তারেক শামসুর রেহমান

জগন্নাথ কলেজে অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইত্তেফাক। উক্ত সংবাদদাতা এ কারণে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে তথাকথিত ছাত্র নেতারা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত 'কোটায়' ছাত্র ভর্তি করিয়ে থাকেন। ছাত্র ভর্তির ব্যাপারটি যে এই প্রথম ঘটলো তা নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে এই কলেজে ছাত্র ভর্তির ব্যাপরটি এখন একটি ওপেন সিক্রেট। এই কলেজের অনার্সের ১৭টি বিভাগ ও মাষ্টার্স-এর ২০টি বিভাগে এভাবে ছাত্র নেতাদের 'কোটায়' ছাত্র ভর্তি হয়ে আসছে বেশ কিছুদিন ধরে। গেল বছরও ভর্তির সময় তথাকথিত ছাত্র নেতাদের 'চাপ'-এ অধ্যক্ষ ২০/২৫ দিন আত্মগোপন করেছিলেন। সংবাদপত্রের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ছাত্র নেতারা শতকরা ১৫ ভাগ 'সিট' তাদের নিজেদের জন্য পেয়ে আসছেন। ছাত্র নেতাদের মধ্যে সরকারী দলের ছাত্র নেতারা যেমনি আছেন, তেমনি আছেন বিরোধী দলের ছাত্র নেতারাও। ছাত্র 'কোটার' ব্যাপারে তাদের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত এক সহাবস্থান। এবারেও ছাত্র ভর্তির সময় তথাকথিত ছাত্র নেতারা তাদের জন্য 'কোটা' দাবী করে। অধ্যক্ষ তাদের কাছে নতি স্বীকার না করলে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে ও ৭টি বিভাগে ব্যাপক ভাংচুর তান্ডব চালায়। এর ফলে কলেজের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে শিক্ষকদের এক সভায় কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জগন্নাথ কলেজের শিক্ষকরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- সেই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি থাকতে পারে না। কোটা পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা রীতিমত প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। যত্রতত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় কলেজগুলোকে সরকারীকরণ করা হচ্ছে। তারপর সেখানে অনার্স কোর্স, এমনকি মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওইসব কলেজের অনার্স কোর্স ও মাষ্টার্স কোর্সকে অনুমোদন করছেন। অথবা বলা যেতে পারে অনুমোদন করতে বাধ্য হচ্ছেন। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনার্স কোর্স চালু করতে পারলেই একটি বড় ধরনের পাওয়া হয়ে গেল। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এটা নিয়ে বাহবা নেন। শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে দেন-দরবার করেন। এক সময় প্রভাব খাটিয়ে তিনি তা অনুমোদনও করিয়ে আনেন। তার টার্গেট থাকে পরবর্তী নির্বাচন। তিনি মনে করেন তার এলাকায় অবস্থিত বেসরকারী কলেজটিকে সরকারীকরণ করতে পারলে কিংবা কলেজটিতে অনার্স কোর্স চালু করতে পারলেই পরবর্তী নির্বাচনে তিনি পার পেয়ে যাবেন। অথচ একবারও তিনি চিন্তা করেন না কলেজে অনার্স কোর্স চালু করলেই গ্রামের সবাইকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা যাবে না। অনার্স কোর্স পড়ানোর মত কলেজে যথেষ্ট ও যোগ্য শিক্ষক রয়েছে কিনা, তা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। যে কারণে দেখা যায় গ্রামের কলেজে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা 'নোট' নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। এ চিত্র আজ একটি কলেজকে দিয়ে নয়। বরং সামগ্রিকভাবেই কলেজগুলোর এ চিত্র আজ চোখে পড়ে। এসব কারণেই উচ্চ শিক্ষায় ধস নামছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন ছাত্র নামধারী ক্যাডাররা ভর্তির ক্ষেত্রে 'কোটা' দাবী করছে। এই 'কোটা' আবার বিক্রি করা হয়। হাজার হাজার টাকায় বিক্রি করা হয় এক একটি 'সিট'। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে না পেরে ভিড় জমায় এইসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে। আর এখানে চলে তখন টাকার খেলা। এই টাকার ভাগ পায় মাত্র কয়েকজন ক্যাডার, যারা ছাত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংবাদপত্রের কর্মীরা আমাদের জানিয়েছেন সারাদেশ জুড়ে ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের মধ্যে বৈরিতা থাকলেও, জগন্নাথ কলেজে এদের মাঝে রয়েছে অদ্ভুত এক সহাবস্থান। এরা কেউ কারো স্বার্থে আঘাত করে না। তাদের উভয়ের স্বার্থই এক ও অভিন্ন অর্থাৎ ভর্তি 'কোটা' নিশ্চিত করা এবং তা বিক্রি করে অবৈধ পথে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করা। সংবাদপত্রে আরো খবর বেরিয়েছে ক্যাডাররা একটি নয়, দুটিও নয়, তারা দাবী করছে শত 'সিট'। এক একটি 'সিট' বিক্রি হচ্ছে ২০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকায়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই সংবাদটি দেখেছেন কিনা জানি না। দেখে থাকলে আদৌ কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা, তাও আমার জানা নেই। কিন্তু আমি যা বুঝি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এভাবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আমি ঠিক জানি না জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ 'চাপ'-এর কাছে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করবেন কিনা। যদি তিনি তা করে থাকেন, তাহলে তিনি মস্ত বড় একটি ভুল করলেন। এই 'ভুল' এর মাসুল আজ সমগ্র জাতিকে বহন করতে হবে। ছাত্র নামধারী ক্যাডাররা আজ রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। ক্যাডারদের কোন রাজনীতি নেই। এরা সুবিধাভোগী। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এরা দল বদলায়। নিজ স্বার্থ ছাড়া এরা অন্যকিছু বোঝে না। রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে দু'টি বড় দল এদেরকে ব্যবহার করে, এদের শেল্টার দেয়, গ্রেফতার হলে এদের মুক্তি দাবী করে, আমার দুঃখ এখানেই।

জগন্নাথ কলেজের এই ক্যাডার দৌরাত্ম্য আজকের নয়। এখানে ক্যাডারদের উৎস হচ্ছে অবৈধ টাকা। এই অবৈধ টাকা আগে আসে ছাত্র ভর্তি করিয়ে। সুতরাং এই অবৈধ ছাত্র ভর্তি যতদিন বন্ধ করা না যাবে, ততদিন এই ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা যাবে না। ক্যাডাররা এতদিন গোপনে গোপনে অবৈধ ভর্তির কাজটি সম্পন্ন করতো। অতীতে যারা জগন্নাথ কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন তারা সবাই মূলত ক্যাডারদের হাতে রেখেই তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এখন ক্যাডাররা আর 'গোপন সমঝোতায়' যেতে রাজী নয়। তারা প্রকাশ্যেই তাদের জন্য 'কোটা' দাবী করেছেন।

জগন্নাথ কলেজের ক্যাডারদের এই ছাত্র ভর্তির দাবীর রেশ ফুরিয়ে যাবার কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এ ধরনের আরেকটি খবর। খবরটি এসেছে ঢাকার বাইরে থেকে। সেখানে একটি সরকারী কলেজের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি কোটার দাবীতে একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তারা শিক্ষকদেরকে ঘাড় ধরে কলেজ থেকে বের করে দেয় ও পরবর্তীতে তাদের ভর্তি কোটা না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে কলেজে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না বলেও হুমকি দিয়েছিল। ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে ক্যাডারদের এই দৌরাত্ম্য আজ শুধুমাত্র জগন্নাথ কলেজ কিংবা ঢাকার বাইরের দু'একটি কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমার ধারণা এ ধরনের ঘটনা অনান্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতেও ঘটছে, যার সংবাদ পত্র-পত্রিকায় খুব একটা প্রকাশিত হচ্ছে না। এই ধারা যদি চলতে থাকে ও এ ব্যাপারে যদি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে তা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা চান আর না চান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো এখন নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্র নামধারী মাস্তানরা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নাম দেখানো এবং অনেকটা পত্র-পত্রিকায় ছবি তোলার জন্য হলগুলোতে তল্লাশি অভিযান চালায়। কিন্তু অবৈধ মাস্তানরা সেখানে দিব্যি থাকে, রুম দখল করে সতীর্থ মাস্তানদের নিয়ে বসবাস করে- হল কর্তৃপক্ষ কিংবা পুলিশ এদের আদৌ খুঁজে পায় না। আমার ভয় এই মাস্তানরা এখন ছাত্র ভর্তি কোটা দাবী করে বসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিতে নানা রকম অনিয়ম হয়। ছাত্র নামধারী মাস্তানরা যে তাদের প্রভাব খাটিয়ে ছাত্র ভর্তি করায় না, তা নয়। কিন্তু তা অনেকটা রেখে-ঢেকেই। জগন্নাথ কলেজের ক্যাডারদের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডাররা যদি ছাত্র ভর্তি কোটা দাবী করে বসে তখন? সুতরাং সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এদেশের ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য রয়েছে। এদেশের প্রতিটি আন্দোলনের সাথে ছাত্ররা জড়িত। ক্যাডারদের জন্য ছাত্র রাজনীতি আজ ধ্বংস হতে বসেছে। সাধারণ মানুষের কাছে ছাত্র রাজনীতির প্রতি আর শ্রদ্ধাবোধ নেই। ছাত্র রাজনীতি আজ কলংকিত। বর্তমান ছাত্র রাজনীতি নিয়ে তাই প্রশ্ন রেখেছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিষয়টা গুরুত্বের সাথে ভাবেন না আমার দুঃখ এখানেই।

আজ ছাত্ররা যে ভর্তি কোটা দাবী করছে, সেটি যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে আদৌ 'কোটা' সিষ্টেম থাকবে, সেটিও সমর্থনযোগ্য নয়। একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পড়িয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন সন্দেহ নেই। এজন্য জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তার সন্তানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবলীলায় ভর্তি হয়ে যাবে কোন রকম যোগ্যতা ছাড়াই। একথা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটা' প্রবর্তন করেছেন। এই 'মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটা' নিয়ে যে অনিয়ম হচ্ছে, সরকার কি তার খোঁজ খবর রাখেন? এই কোটায় অবৈধভাবে ভর্তি হচ্ছে। একটি সাধারণ সার্টিফিকেট দিয়ে রাজনৈতিক প্রভাবে অনেকে ভর্তি হচ্ছেন যারা আদৌ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নন। মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ জাতি চিরদিন স্মরণ করবে। এদেরকে অন্যভাবে পুরষ্কৃত করা যায়। সরকার স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থা করতে পারেন। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে 'কোটা' নির্ধারণ করে দেয়া ঠিক নয়। উপজাতীয়দের জন্যও 'কোটা' রয়েছে। এই 'কোটার' সুযোগ নিচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণী চাকমারা। চাকমাদের শিক্ষার হার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। সংবিধানে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চাকমারা অনগ্রসর শ্রেণী নয়। সত্যিকার অনগ্রসর শ্রেণী হচ্ছে মুরং, বোম, চাক, খ্রো, খুমী কিংবা লিয়াং ও পাংখোয়া। এদের মাঝে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ লোকও শিক্ষিত নয়। এদের মধ্যে আদৌ কোন গ্রাজুয়েট আছে কিনা সন্দেহ। এদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা দরকার। উপরন্তু শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। এখন এদেরকে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে চাকমা বাদে অন্যান্য উপজাতীয়কে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেজন্য রাঙ্গামাটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় করা যেতে পারে। সেই সাথে খাগড়াছড়ি কিংবা বান্দরবানে একটি টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অনগ্রসর শ্রেণীর নাম করে শুধু চাকমারাই বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েটে সুযোগ নেবে এটা সমর্থনযোগ্য নয়। এর ফলে বিভিন্ন উপজাতীয়তে বিভক্ত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মাঝে এক ধরনের ভারসাম্যের সৃষ্টি হতে পারে। এই ভারসাম্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের পথে অন্তরায়।

পৃথিবীর কোন উন্নত দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ব্যাপারে কোন 'কোটা' সিসটেম নেই। এমনকি ভারতে এ ধরনের 'কোটা' সিসটেম আছে কিনা সন্দেহ। এই 'কোটা' সিসটেমে মেধার অবমূল্যায়ন হচ্ছে। যারা যোগ্য নয়, তারা 'কোটায়' ভর্তি হচ্ছে। পাশাপাশি যারা যোগ্য, তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে হতাশার। উচ্চ শিক্ষা বরাবরই প্রতিযোগিতামূলক। প্রতিযোগিতায় যে বিজয়ী হবে সেই সুযোগ পাবে উচ্চ শিক্ষার। উচ্চতর প্রশাসনিক পদগুলোতে (বিসিএস ক্যাডার) যেমনি 'সন্তান কোটা' নেই, অর্থাৎ সরকারী আমলার ছেলে যেমনি বাধ্যতামূলকভাবে আমলা হতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষকের ছেলে শিক্ষক হবেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন এটাও কাম্য নয়। বিসিএস ক্যাডারের মত উচ্চ শিক্ষাও প্রতিযোগিতামূলক হওয়া উচিত। এখানে কোন 'কোটা' সিসটেম থাকা উচিত নয়। এই 'কোটা' সিসটেম যদি আমরা বন্ধ না করি, তাহলে জগন্নাথ ও রাজশাহী কলেজের ক্যাডারদের মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্যাডাররা তাদের জন্য 'কোটা' দাবী করে বসবে। সেইসাথে যে এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত, সেই এলাকার জনগণ তাদের জন্য ভর্তি কোটা ও চাকরি কোটা দাবী করে বসবেন। স্থানীয় সংসদ সদস্যও তাঁর দাবী উত্থাপন করতে পারেন। ফলে উচ্চ শিক্ষায় আর কোন প্রতিযোগিতা থাকবে না। উচ্চশিক্ষা হয়ে পড়বে কোটানির্ভর। এখনও সময় আছে। এখনও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আজ যারা শিক্ষা প্রশাসনের সাথে জড়িত, এদেশের অভিভাবকরা কিংবা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী যদি সোচ্চার হন, তাহলে তথাকথিত এই 'কোটা' সিসটেম বন্ধ হতে পারে, নচেৎ নয় এটা একটি সামাজিক দাবীতে পরিণত হোক এই প্রত্যাশা আমার। ※

হাজার হাজার টাকায় বিক্রি করা হয় এক একটি 'সিট'। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে না পেরে ভিড় জমায় এইসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে। আর এখানে চলে তখন টাকার খেলা। এই টাকার ভাগ পায় মাত্র কয়েকজন ক্যাডার, যারা ছাত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংবাদপত্রের কর্মীরা আমাদের জানিয়েছেন সারাদেশ জুড়ে ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের মধ্যে বৈরিতা থাকলেও, জগন্নাথ কলেজে এদের মাঝে রয়েছে অদ্ভুত এক সহাবস্থান। এরা কেউ কারো স্বার্থে আঘাত করে না। তাদের উভয়ের স্বার্থই এক ও অভিন্ন অর্থাৎ ভর্তি 'কোটা' নিশ্চিত করা এবং তা বিক্রি করে অবৈধ পথে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করা।